ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলের ফল উৎসব, জুলাই ২০২৬

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফল উৎসব।

২৩ জুলাই, সকালে নন্দায় ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে ফল উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা ক্রেডিটের বোর্ড সদস্য সলোমন আই. রোজারিও, চীফ অফিসার সুইটি শিশিলিয়া পিউরীফিকেশন এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন পিটার গমেজ।

অর্ধদিনব্যাপী এই ফল উৎসবে শিক্ষার্থীরা ক্লাশভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ফলের স্টল দেয়। স্টলগুলোতে আম, কাঁঠাল, লটকন, চেরীফল, চালতা, আমলকী, হরিতকী, আনারস, পেয়ারা, আপেল, কলা, তরমুজ, আনারস, আমড়া, বেদানা, সবেদাসহ প্রায় ১০০ প্রজাতির ফল ছিল।

পরে অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। শিক্ষার্থীরা অতিথিদেরকে বিভিন্ন ফলের নাম, বৈজ্ঞানিক নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে তুলে ধরেন।

অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্তভাবে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এই আয়োজন শুধু একটা ফলের আয়োজন নয় এখান থেকে তোমরা (শিক্ষার্থী) অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবে। একই সাথে শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরা তোমাদের চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, ফলের খোসা বাইরে রাস্তায় ফেলবে না।

শিক্ষার্থীরা বলেন, এখানে বিভিন্ন ধরণের ফল রয়েছে যেগুলোর মধ্যে অনেক ফলেরই নাম আমরা জানতাম না কিন্তু এই ফল উৎসবকে কেন্দ্র আমরা ফল সংগ্রহ করেছি এবং নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।
শিক্ষার্থীদের সাথে ফল উৎসবে উপস্থিত থেকে অভিভাবকেরাও বেশ আনন্দ প্রকাশ করেছে। অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের বাচ্চারা শহরে বড় হচ্ছে ফলে তারা বিভিন্ন ফলের নাম জানে না, কিন্তু এই ফল উৎসব তাদের বিভিন্ন ফলের নাম জানতে সহায়তা করেছে।

অভিভাবকেরা আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে এই ফল উৎসব আরো বড় পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা আরো জানতে পারবে।
অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন পিটার গমেজ ডিসিনিউজবিডিকে বলেন, এটা শুধু একটা ফলের উৎসব নয়। শিক্ষার্থীরা তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি এই উৎসবেরা মাধ্যমেও অনেক কিছু শিখতে পারছে।

“প্লে গ্রুপ থেকে শুরু করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজেরা ফল এনেছে এবং স্টলে গিয়ে অন্যান্য ফল পরিদর্শন করেছে, এতে করে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে” বলেন প্রধান শিক্ষক গমেজ।